যুগান্তর

MAR. 2? 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ০৪ কলাম ৩.....

দ্বীনি শিক্ষা নিয়ে একটু ভাবুন

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মাদ্রাসা আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব মাদ্রাসার অবস্থা করুণ। এসব মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে এদেশেরই একশ্রেণীর সন্তান যাদের পিতার নুন আনতে পানতা ফুরায়

প্রতি বছর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও উৎসবের আগে ও পরে মাদ্রাসার ছাত্ররা যাকাত ফেতরা ও কোরবানির চামড়াসহ অন্যান্য দান খয়রাত সংগ্রহের জন্য বাড়ি বাড়ি, মহল্লায় মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। ছাত্ররা সব দান খয়রাত সংগ্রহ করে মাদ্রাসায় জমা দেয়। যাকাত, ফেতরা, কাফফারা, সদকা, কোরবানির চামড়া এসবের টাকা দিয়েই আমাদের দেশের প্রায় সবকটি মাদ্রাসা চলে। প্রত্যেক মাদ্রাসায় লিল্লাহ বোডিং আছে। লিল্লাহ বোডিংগুলো-যাকাত, ফেতরা, কাফফারা, সদকা ও কোরবানির চামড়া বিক্রির টাকায়ই পরিচালিত হয়। যাকাত, ফেতরা, কাফফারা, সদকা ও কোরবানির চামড়া এসব গরিব মিসকিনের হক। মাদ্রাসার লিল্লাহ বোডিংগুলোতে এসব টাকা গরিব মিসকিনদের জন্যই ব্যয় করা হয়।

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মাদ্রাসা আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব মাদ্রাসার অবস্থা করুণ। এসব মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে এদেশেরই একশ্রেণীর সন্তানরা যাদের পিতার নুন আনতে পানতা ফুরায়। অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা যে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে না তা নয়। কিন্তু তারা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত হয় না। ভিক্ষাবৃত্তির কাজগুলো করানো হয় গরিব ছাত্রদের দিয়ে। এ প্রসঙ্গে অনেকেই বলে থাকেন এদেশের প্রায় সব মাদ্রাসা থেকে কোমলমতি ছাত্রদের সমাজের কাছে হাত পাততে শেখায়। কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা দেয়া হয় মাদ্রাসায় আরবি-ফার্সি ও উর্দু ভাষায় কোরআন ও হাদিস পড়ানো হয়। বাংলা ভাষায়ও কোরআন ও হাদিসের তরজমা পড়ানো হচ্ছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও তার শিক্ষাই হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ইসলাম যে হাত পাতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলো সেই ব্যবস্থাকেই জোরেসোরে ধরে আছে। অনেকেই বলে থাকেন তা না হলে যে, মাদ্রাসাগুলো চলবে না, বন্ধ হয়ে যাবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ মুসলমান সে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে কেন? যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এদেশে মুসলমান নেই। যারা আছে তারা শুধু মুসলমানের ভান ধরে আছে। কথা হচ্ছে মাদ্রাসার জন্য যদি চাইতেই হয় তাহলে কোমলমতি ছাত্রদের দিয়ে কেন? মাদ্রাসা যাঁরা পরিচালনা করেন তারা কি করতে পারে না?

দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ছাত্রদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে এ কাজগুলো পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় ধর্মপ্রাণ লোকজনদেরই করা উচিত। আর তা করতে পারলে মাদ্রাসা তথা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা উপকৃত হবে। সচরাচরই দেখা যায়, মাদ্রাসার ছাত্ররা যখন সব সাহায্য সংগ্রহ করতে বের হয়, তখন তাদেরকে বড় অসহায় মনে হয়। আর যারা দান করেন তার বীর বাহাদুরের মতো বুক ফুলিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তার প্রিয় হাবিব হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল, ধনী ও মালদাররা যেন সব অর্থ যোগ্য প্রাপকদের কাছে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসেন এবং তিনি যে ডান হাত দিয়ে দান করবেন তা যেন তার বা হাতও টের না পায়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-এর সেই নির্দেশ কি আজ পালিত হচ্ছে? ধনী ও মালদাররা তাদের দানের বিষয়টিই যেন খুব বেশি জাহির করতে পছন্দ করছেন আজকাল। আর তারই ফল হিসাবে আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো লেজে গোবর অবস্থা।

আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ ও মাদ্রাসাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেহায়েত কম নয়। এগুলোর বেলায় ভিক্ষাবৃত্তির রেওয়াজ চালু না থাকলেও মসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য বিষয়টি বিদ্যমান। এ ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি কি এদেশের মুসলমানরা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না? কথায় বলে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। ধনী ও মালদাররা ইচ্ছে করলেই এ ঘৃণিত বিষয়টি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এদেশের মুসলমানদের ভেবে দেখা উচিত যে, এদেশের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কি ভিক্ষাবৃত্তি করে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালায়? তাহলে মাদ্রাসা তথা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কেন তাদের জীবনের শুরুতেই এ ঘৃণিত কাজটির সঙ্গে জড়িত হবে? তাদের শিক্ষা জীবনের শুরুতেই কেন আমরা তাদের মন ও মগজে এ বিষয়টি ঢুকিয়ে দেব? কেন আমরা কোমলমতি মাদ্রাসা ছাত্রদের ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করব শুধু তাই নয়, প্রায়ই দেখা যায় মাদ্রাসার গরিব ও এতিম ছাত্ররা কেতাব কেনার জন্য মানুষের দ্বারে ঘুরে বেড়ায়।

মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশ্ব জুড়ে চলছে ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের মূল হাতিয়ার অর্থাৎ শত্রু-মিত্র দুটোই মুসলমান। মুসলমানদের দিয়েই মুসলমানদের সাইজ করা। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোই তার সচিত্র প্রমাণ। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা এক ও অভিন্ন। তারা যে কোন রাষ্ট্র-দেশ ও ভূ-খণ্ডেরই মানুষ হোক না কেন, নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে তারা এক। এ ক্ষেত্রে তাদের কারও সঙ্গে কারও মতবিরোধ নেই। কিন্তু বিশ্ব মুসলমান তা পারে না কেন?

মুহম্মদ লুৎফর রহমান বাবুল